4

দৈঃ জনকণ্ঠ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ॥ প্রচলিত ধারার বাইরে লেখাপড়া

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। এদেশের অনেক মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক কারণে, স্বাস্থ্যের কারণে এবং অর্থনৈতিক কারণে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্তরের মানুষ শিক্ষাঙ্গন থেকে এমনিভাবে ঝরে পড়ছে। প্রচলিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরা আর ভর্তি হতে পারবে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য— এসব ঝরে পড়া ব্যক্তিকে তাদের কর্মস্থল ও আবাসভূমিতে রেখে আবার শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া। গ্রামীণ মহিলা, গৃহবধূ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীর প্রতিনিধি, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকর্মী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে কর্মরত শিক্ষক এবং মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি— যারা ভাষায় অথবা পেশাগত

যাযাবর স্বপন

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অডিও'র মাধ্যমে লেখাপড়া

কাজে দক্ষতা বাড়াতে চান তাঁরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে পারেন।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই এক বা একাধিক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ইংল্যান্ডে ১৯৬৯ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে এবং ভারতে ১৯৮৫ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। অনেক আগে উদ্যোগ নিয়েও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা সামনে রেখেই। ১৯৯২ সালের অক্টোবরে সংসদে একটি বিল পাসের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। সে বছরই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বয়সের মানুষ যে কোন সময়ে পড়াশোনা শুরু করতে পারে। বয়স এক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও এই বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই যা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো যায় না। পদ্ধতির দিক দিয়েও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হয় না। তাই কোন ক্লাশরুমের প্রয়োজন হয় না। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও ভর্তির তেমন কোন সমস্যা হয় না। এসএসসি প্রোগ্রামে ৫০,০০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চাহিদা বাড়লে ভবিষ্যতে আরও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছে। ধরাবাধা কোন সময়ের সীমাবদ্ধতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। একজন ছাত্র যত দিনে বা যত বারে সম্ভব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে পারে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে না। যিনি এমএ পড়বেন তাকে বিএ পাস হতে হবে, যিনি বিএ পড়বেন তাকে ইন্টারমিডিয়েট পাস হতে হবে এবং যিনি আইএ পড়বেন তাকে অবশ্যই এসএসসি পাস হতে হবে। যিনি এসএসসি পাস করেননি অথচ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন তার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি প্রোগ্রাম চালু করেছে। যিনি বিএড করবেন তাঁকে স্নাতক পাস হতে হবে। অর্থাৎ কোন্ প্রোগ্রামে ভর্তি হবেন এর ওপর নির্ভর করছে তার পূর্বযোগ্যতা কি থাকতে হবে।

১৯৯৩ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশব্যাপী এক শিক্ষা চাহিদা জরিপের ব্যবস্থা করে। এই উপমহাদেশে এ ধরনের জরিপ এটাই প্রথম। জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, জনগণ ৭৫টি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। বর্তমানে এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি আনুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামী দু'তিন বছরে ১৯টি আনুষ্ঠানিক ও ১৮টি অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে যে ৬টি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহলো এসএসসি (২) বিএড (৩) সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি (CELP) (৪) সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট (৫) ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট ও (৬) সার্টিফিকেট ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (CALP)।

দু'বছর মেয়াদী এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পাস। এই প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর জন্যে কোন শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে দশটি বিষয় নিয়ে পড়তে হয় না। প্রথম বছর সর্বোচ্চ ৫টি ও সর্বনিম্ন ৩টি বিষয় নিয়ে পড়া যায়। এর আর একটি বৈপ্লবিক দিক এই যে, একজন ছাত্র যে বিষয়ে একবার পাস করে পরবর্তীতে তাকে আর ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় না। শিক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয় পরবর্তীতে তাকে শুধু সেই বিষয়ে ও অন্যান্য নতুন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে এই প্রোগ্রাম চালু হয়। এ বছর আগস্ট মাসে ১৯৯৫ সালের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রথম এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। আগামী বছর ভর্তি নবেম্বর মাস থেকে শুরু করা হবে।

সার্টিফিকেট ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি ৬ মাস মেয়াদী প্রোগ্রামে। ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস। প্রতিবছর জানুয়ারি-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে এ প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয় ডিসেম্বর ও জুন মাসে। এ বছরই এ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

দুই বছর মেয়াদী বিএড প্রোগ্রাম চালু করা হয় ১৯৯২ সালে। এই প্রোগ্রাম ভর্তি হওয়ার প্রাকযোগ্যতা স্নাতক পাস, তবে এক্ষেত্রে স্কুল শিক্ষকদের জন্য ৯০% আসন সংরক্ষিত। এই প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয় মে-জুন মাসে।

৬ মাসে মেয়াদী CELP প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয় জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে। ভর্তি হওয়ার প্রাকযোগ্যতা এসএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষায় পাস। '৯৪ সালে CELP প্রোগ্রাম চালু করা হয়।

৬ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারে ভর্তি করা হয়। ভর্তি হওয়ার প্রাকযোগ্যতা ইন্টারমিডিয়েট কিংবা সমমানের পরীক্ষায় পাস। ৯৫ সালে এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ২ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে জানুয়ারি মাস থেকে সেমিস্টার শুরু হয়। ভর্তি হওয়ার প্রাকযোগ্যতা স্নাতক পাস। এক্ষেত্রে কমার্স গ্রাজুয়েটদের জন্য ৩ সেমিস্টার আর অন্যদের বেলায় ৪ সেমিস্টার কোর্স শেষ করতে হয়। '৯৫ সালে এই প্রোগ্রাম চালু করা হয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক ও স্থানীয় কেন্দ্রে ভর্তি হওয়া যায়; কেবল ভর্তিই নয়, সেই সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা, বইপত্র সরবরাহ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এসব কেন্দ্র থেকে সবরাহ করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও যশোর প্রভৃতি জেলা শহরে কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখানেও ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার সুযোগ থাকবে। স্থানীয় কেন্দ্রে আরও থাকবে অডিও-ভিডিও পাঠাগার। এর পাশাপাশি দেশের সব থানায় একটি বা একাধিক টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪৬০টি থানায় প্রায় ৬০০টি টিউটোরিয়াল কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে প্রতি দু'সপ্তাহে প্রতিটি বিষয়ে একটি করে টিউটোরিয়াল ক্লাস নেয়া হয়। স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন অনুষ্ঠিত হয় এসব ক্লাস।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে। বর্তমানে সেখানে উপাচার্যের দফতর, অনুষদ ভবন, একটি আধুনিক মিডিয়া সেন্টার, রেজিস্ট্রেশন ভবন ও পাঠাগার নির্মাণসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। কিছু পরীক্ষা রচনামূলক এবং কিছু পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক— যা কম্পিউটারের অপটিক্যাল মার্ক রিডারের সাহায্যে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া মৌখিক এবং হাতে-কলমে পরীক্ষা নেয়া হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম। দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাপ ও দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা ব্যাপক বিস্তার লাভ করবে এ কথা অনস্বীকার্য।